ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ অবৈধ: ইবি ছাত্রদল

ইবি সংবাদদাতা
১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:০২ পিএম

‘ফ্যাসিস্টমুক্ত শিক্ষক নিয়োগের’ দাবিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। ছবি: আমাদের সময়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ‘ফ্যাসিস্টমুক্ত শিক্ষক নিয়োগের’ দাবিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

এর আগে একই দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বরাবর স্মারকলিপি দেয় সংগঠনটি। তারা অভিযোগ করেন, নিয়োগ বোর্ডে ফ্যাসিস্ট সদস্য রাখায় এটি ‘অবৈধ’।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের নেতারা। সাক্ষাতে ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও সাবেক সমন্বয়ক এস. এম. সুইট উপস্থিত ছিলেন। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর, অর্থাৎ বেলা ১১টার দিকে নিয়োগ পরীক্ষা শুরু হয়।

স্মারকলিপি দেওয়ার পরপরই সাড়ে ১০টার দিকে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন নেতাকর্মীরা। তারা স্লোগান দেন “ছাত্রলীগের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না”, “ফ্যাসিস্টদের ঠিকানা, ইবি ক্যাম্পাসে হবে না”, “অবৈধ নিয়োগ বোর্ড, মানি না মানবো না”, “নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ কর, করতে হবে” ইত্যাদি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ, সদস্য সচিব মাসুদ রুমি মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, সাব্বির, রাফিজ, নুর উদ্দিন ও সাক্ষরসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

ছাত্রদল শাখা আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ বলেন, `গতকাল নিয়োগ বোর্ডে ছাত্রলীগের একজন চিহ্নিত কর্মী অংশ নেয়, যিনি আগে অর্থ ও অস্ত্রের যোগানদাতা ছিলেন। আমরা তার উত্তীর্ণ হওয়ার তথ্য পেয়েছি। মনে হচ্ছে ছাত্রলীগ পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলছে। প্রশাসন ফ্যাসিজম কায়েম করছে, এবং শোকজপ্রাপ্তদেরও তদারকি ছাড়াই নিয়োগকার্ড দেওয়া হয়েছে।‘

অন্যদিকে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, `আমাদের নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা, ভাইভা এবং একাডেমিক রেজাল্ট, এই তিনটি মানদণ্ডে যোগ্য প্রার্থীকেই নির্বাচিত করা হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে না। এবারের বোর্ড সম্পূর্ণভাবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ করছে।‘

তিনি আরও বলেন, `কে কোন দলের সেটা বিষয় নয়, যোগ্য সবাই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে। ইনশা-আল্লাহ, অতীতের যে বদনাম ছিল, এবার সেটি ঘুচবে। বোর্ডে এক্সপার্ট ও সিন্ডিকেট সদস্য রয়েছেন, ফলে ব্যক্তিগত মানসিকতা এখানে প্রভাব ফেলবে না।‘